পলিসি ব্রিফ
৯৩/ ২০২০
সেপ্টেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক): সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের ওপর সুশাসন সহায়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় "রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক): সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয় যা ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি প্রকাশ করা হয়। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজউকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রস্তাব করা।

সুশাসন নিশ্চিতকরণে রাজউক ইতোমধ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদনে অনলাইন আবেদনের সূচনা, ই-নথি কার্যক্রম গ্রহণ, ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন ও ই-নথি সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রতা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে জনবল ও অবকাঠামোর স্বল্পতা এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া রাজউকের বিভিন্ন কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে পরিকল্পনা প্রণয়ন রাজউকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও তা অনেকাংশে উপেক্ষিত এবং বিভিন্ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি রাজউককে অধিকতর সেবাধর্মী, গ্রাহকবান্ধব ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এবং রাজউকের সুশাসন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য এই পলিসি ব্রিফটি উপস্থাপন করছে।

সুপারিশমালা

আইন সংক্রান্ত

১. আইন ও বিধিমালার সময়োপযোগী সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

- নগর উন্নয়ন (টাউন ইম্প্রুভমেন্ট) আইন, ১৯৫৩ এর আওতায়-
  - রাজউকের পরিচালনা পরিষদ সদস্যদের যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে রাজউকের কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগের বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
  - রাজউকের পরিচালনা পরিষদে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রাখার বিধান রাখতে হবে।
- ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর আওতায়-
  - নকশা অনুমোদন ও বাস্তবায়নে নিয়ম লঙ্ঘনের শাস্তি ৫০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সর্বনিম্ন দুই লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় এবং অনাদায়ে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে উন্নীত করতে হবে।
  - ইমারত ব্যবহারের পূর্বে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট না নেওয়ার ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করতে হবে।
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ এর আওতায়-
  - নকশা পরিকল্পনা অনুমোদনে অগ্নি নিরাপত্তা নকশা এবং কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।
  - বহুতল ভবনের সংজ্ঞায়নে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ করে ছয় তলার উর্ধ্বে নির্মিত ইমারতকে বহুতল ভবন হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
  - নির্মাণ নকশা, কাঠামো নকশা ও সেবা সংক্রান্ত নকশার পর্যাপ্ততা ও উপযুক্ততা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বা স্থপতির পাশাপাশি রাজউকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে যুক্ত করতে হবে।

- ঐতিহাসিক, স্থাপতিক, পরিবেশগত কিংবা কৃত্তিগত নিদর্শনের পার্শ্ববর্তী বৃহদায়তন বা বিশেষ ইমারতের উচ্চতা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

- ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট (ভূমি বরাদ্দ) বিধিমালা, ১৯৬৯ এর আওতায়-
  - প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তরা যেন ন্যায্যভাবে প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রাখতে হবে; এর পাশাপাশি প্রকল্প থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে প্রদানের বিধান রাখতে হবে।
  - প্রকল্পের প্লট প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির কোটা সম্পর্কিত নির্দেশনা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি "জাতীয় পর্যায়ে অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তি"র মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে;
  - বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ এর আওতায় প্লট বিতরণের কত সময়ের মধ্যে ইমারত নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

২. আইনের যথাযথ সংশোধন করে রাজউকের সার্বিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক, নিরপেক্ষ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়িত ও প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. সেবা সহজীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

- রাজউকের কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ এবং আঞ্চলিক অফিসগুলোতে সেবা সম্পর্কিত সকল শাখা চালু করতে হবে।
- ইমারত নকশাসহ বিভিন্ন নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ইমারত নির্মাণ নকশা অনুমোদনে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।

৪. মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কমিটির ড্যাপ রিভিউ কার্যক্রম বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শক্রমে ডিএমডিপি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে অবিলম্বে ড্যাপ চূড়ান্ত করতে হবে।

৫. বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং রাজউকের স্থায়ী কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

৬. ইমারত নকশা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় সকল নকশা (স্থাপত্য, নির্মাণ, কাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত) সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে এলাকাভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করতে হবে।

৭. কর্তৃত্ব বন্টনসহ আর্থিক নির্দেশিকা এবং পুলের গাড়ি ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

স্বচ্ছতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৮. সেবার মূল্য ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়া, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সকল কার্যালয়ে উন্মুক্ত স্থানে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করতে হবে।

৯. ওয়েবসাইটকে আরো তথ্যবহুল করতে হবে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট, প্লট বরাদ্দ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য, কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি) এবং তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

জবাবদিহিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

১০. রাজউকের সেবা কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে এবং দালাল কর্তৃক হয়রানি বন্ধ করতে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১১. অভিযোগ নিষ্পত্তিতে করণীয়

- কেন্দ্রীয়ভাবে পৃথক অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল গঠন করতে হবে এবং অভিযোগ প্রদান ও নিরসন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অভিযোগসমূহ নথিভুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
- অভিযোগ প্রদানের জন্য হটলাইন চালু করতে হবে।

১২. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্তভাবে পুনর্গঠন করে রাজউকের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিটিকে কার্যকর করতে হবে।

শুদ্ধাচার সংক্রান্ত

১৩. রাজউকের কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয় ও সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh